পলিসি ব্রিফ
৫১ / ২০১৭
প্রথম প্রকাশ: ২০১৭
হালনাগাদকৃত: ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

হাওরে বাঁধ নির্মাণে সুশাসনের লক্ষ্যে সুপারিশ

হাওরের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কৃষি নির্ভর। হাওর অঞ্চলের মানুষ প্রধানত বোরো ধানের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বিশেষ করে পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট অকাল বন্যা) কারণে দরিদ্র জনগণ কোনো কোনো বছর এ ফসল ঘরে তুলতে পারে না। এ ধরনের অকাল বন্যায় যাতে কৃষকের ফসল হানি না হয় তার জন্য সরকার পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এর মাধ্যমে হাওর এলাকায় ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও পুরাতন বাঁধ সংস্কার করে থাকে। সুনামগঞ্জ হাওর অঞ্চলের বোরো ফসল রক্ষার্থে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ পাউবো জেলার ১৩১ টি হাওরের জন্য প্রায় ৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ করে। বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য টেন্ডার ও পিআইসি (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) পদ্ধতির মাধ্যমে এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ভারি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ফসল রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে হাওরের দুই লাখ ২৩ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমির প্রায় ৮২ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১] গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকে হাওরে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে টেন্ডার পদ্ধতির পরিবর্তে পিআইসি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যা এ বছরও অব্যাহত আছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৭টি হাওরে বোরো ফসল রক্ষার্থে ৫৫৩টি প্রকল্পের আওতায় ৯৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়।[২] গত প্রায় ৩০ বছরের মধ্যে সুনামগঞ্জের হাওরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীগুলোর নাব্যতা রক্ষার জন্য কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় ফসল রক্ষার জন্য নির্মিত এসকল সাময়িক বাঁধ জনগণের খুব বেশি কাজে আসছে না বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া পিআইসি গঠনে দীর্ঘসূত্রিতা ও স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বরাদ্দ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়া, স্বচ্ছতার অভাব, অব্যবস্থাপনা, সমন্বয়হীনতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততার অভাব এবং দুর্নীতির কারণে জনগণ কাঙ্খিত সুফল পাচ্ছে না। সর্বোপরি জনগণের অংশগ্রহণমূলক নীতিমালার অভাব এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কারণে হাওরের সার্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ ও দুর্নীতি বিরোধী চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও খাত নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে হাওরে বাঁধ নির্মাণ: সুনামগঞ্জ পাউবো'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সমস্যা ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ১৮ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করে। এছাড়া জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ পাউবো'র একটি প্রকল্পের ওপর টিআইবি ২০১৫ সালে একটি বেইজলাইন জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উল্লেখিত দু'টি গবেষণায় পাউবো কর্তৃক হাওরে বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধাতার পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয়েছে।

উল্লেখিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সুনামগঞ্জ হাওরাঞ্চলে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতে অনিয়ম ও দুর্নীতি শুরু হয় বাঁধের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা যাচাই থেকে। এক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ পাউবো'র কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ঠিকাদার/পিআইসি'র সাথে আঁতাতের মাধ্যমে অনুমান নির্ভর যাচাই, অতি প্রাক্কলন (ওভার এস্টিমেশন), অনুপোযুক্ত নির্মাণ এলাকা নির্ধারণ, অনুপযুক্ত নির্মাণ উপকরণ নির্বাচন, প্রকল্পের দাম নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়াই ঘুষের বিনিময়ে পাউবো কর্তৃক 'ভেরিয়েশন' বা 'ইমার্জেন্সি' কাজের অনুমোদন দিয়ে থাকে। কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় ঠিকাদার নিয়োগ ও পিআইসি গঠন, কার্যাদেশ প্রদানে স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ন্ত্রিত 'লেস' পদ্ধতি ও ঠিকাদার কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত 'সাব-কন্ট্রাক্ট' দেওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে পাউবো কর্তৃক কার্যকর পরিবীক্ষণ ও তদারকির অভাব এবং ঠিকাদার/পিআইসি'র সাথে যোগসাজশে মনগড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এ পর্যায়ে ঠিকাদার/পিআইসি কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করা, নির্ধারিত সময়ের পরে কাজ শুরু করা, নির্মাণ কাজে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ না দেওয়া, বাঁধে পর্যাপ্ত দুরমুজ না করা, প্রয়োজনীয় ঘাসের আচ্ছাদন ও বাঁশের 'শেল্টার' না দেওয়া এবং নির্ধারিত হারে ঘুষের বিনিময়ে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে পুরো বিল উত্তোলন করা হয়।

ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে হাওর উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[১] ভরা বৈশাখে 'চৈতের নিদান', দৈনিক প্রথম আলো; ২০ এপ্রিল ২০১৭; বিস্তারিত: http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-04-20/1
[২] দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও শুরু হয়নি বাঁধের কাজ, দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর; ০২ জানুয়ারি ২০১৯; বিস্তারিত: www.sunamganjerkhobor.com

এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা, হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য 'হাওর মাস্টার প্ল্যান ২০১২' ও 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' প্রণয়ন, টেন্ডার পদ্ধতির পরিবর্তে পিআইসি'র মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন, হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'কাবিটা নীতিমালা ২০১৭' প্রণয়ন, টেন্ডার প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশন ইত্যাদি। তবে সরকারের এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং এ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি, ২০১৭ সালের অকাল বন্যায় হাওর অঞ্চলের কৃষকদের ব্যাপক ফসলহানীর ঘটনা এরই সর্বশেষ উদাহরণ যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরে উল্লেখিত দু'টি গবেষণার ভিত্তিতে পাউবো'র বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হলো।

সুপারিশ

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংস্কার

১. হাওরের প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় এ অঞ্চলকে 'বিশেষ অঞ্চল' ঘোষণা করে সমন্বিত 'হাওর বান্ধব' নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২. 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর' এর সহায়তায় হাওর অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতা ও বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে অতি দ্রুত স্থানীয় জনগণ এবং বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সমন্বিত 'মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. হাওর এলাকায় ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণের বাস্তবতায় পিআইসি পদ্ধতি চলমান রাখতে হবে এবং অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে এ পদ্ধতির প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। পিআইসিতে অধিক হারে দরিদ্র ভুক্তভোগীদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৪. হাওরে বাঁধ নির্মাণকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয়তা যাচাই, নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রাক্কলন প্রভৃতি কার্যক্রমগুলোর জন্য সরকারের ক্রয় আইনে উল্লেখিত সময় কমিয়ে আনতে হবে।

আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা

৫. বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই, নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রাক্কলন, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে কেন্দ্রিয় পর্যায় থেকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে পিআইসি ও 'প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটি' গঠন করে তা কার্যকর করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৭. হাওর অঞ্চলে জলবায়ু ঝুঁকি ও ফসলহানী হ্রাসের জন্য হাওর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিশেষায়িত (ংঢ়বপরধষরুবফ) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন তাদের নিয়মিত কার্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৮. হাওরের বোরো ফসল রক্ষার্থে বাঁধ নির্মাণকে অধিকতর মানসম্মত করার নিমিত্তে নির্বাচিত পিআইসি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটির সদস্যদের জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

৯. প্রকল্পের চাহিদা যাচাই করে গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট অনুমোদন করতে হবে। ফসল রক্ষা বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ এবং তহবিল বরাদ্দ করতে হবে।

১০. নির্দিষ্ট সময়ে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম শুরু এবং শেষ করার লক্ষ্যে পাউবো'র পরিবীক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে। স্থানীয় জনগণ ও এনজিও সহ সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে কার্যকর তদারকি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

১১. হাওর এলাকায় অকাল বন্যা হতে সৃষ্ট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য অতি দ্রুত সুরমা নদীর উৎসমুখসহ সুনামগঞ্জ জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সকল নদ-নদীতে ড্রেজিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাউবো'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার

১২. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সম্পদের ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে, বিশেষ করে বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে নিয়মিত টেকনিক্যাল/ফিজিক্যাল অডিট করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

১৩. কার্যকর অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা ও সকল ক্ষেত্রে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রিয় দপ্তরসহ সকল জেলা ও বিভাগীয় অফিসে দৃশ্যমান স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে অভিযোগ বক্স খুলে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হবে, বিশেষ করে পাউবো'র কার্যালয়গুলোতে নৈতিকতা ইউনিট গঠন ও কর্মকতা-কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৫. কোনো প্রকার স্খলন ও অনিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতিতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। হাওরে বাঁধ নির্মাণের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কোনোরূপ দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে অনুসন্ধান সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততা

১৭. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি বিবেচনায় নিতে হবে এবং প্রভাব যাচাই সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১৮. বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই, বাজেট প্রাক্কলন এবং বাঁধ নির্মাণের কাজ পরিবীক্ষণ সম্পর্কে এলাকার মানুষকে অবহিত করতে হবে।

১৯. বাঁধের নকশা, নির্মাণ কাল, নির্মাণ স্থান, নির্মাণ ব্যয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাউবো সোশ্যাল অডিট (সামাজিক নিরীক্ষা) ও বাজেট ট্র্যাকিং (বাজেট পর্যবেক্ষণ) করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

২০. তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশেষ করে-

ক. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী, পাউবো'র কেন্দ্রিয় দপ্তরসহ প্রতিটি জোনাল, সার্কেল ও বিভাগীয় দপ্তরে নিজস্ব তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে স্বপ্রণোদিতভাবে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১৬. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতি বছর সরকারের নির্দিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে। তাদের আয়ের বৈধ উৎসের সাথে সম্পত্তির অসংগতি প্রমাণিত হলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. কার কাছে গেলে তথ্য পাওয়া যাবে এবং তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া কি তা প্রতিটি কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

গ. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশকৃত তথ্যের বাইরে নাগরিক কর্তৃক প্রাপ্তির আবেদনের ওপর ভিত্তি করে তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণসহ জন-বান্ধব তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও কার্যকর করতে হবে।

২১. পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন উন্মুক্ত করার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকা ও ইউনিয়ন পরিষদে প্রকল্প নকশা, বাস্তবায়ন এলাকা, দায়িত্বপ্রাপ্ত পিআইসি সদস্যদের নাম ও ঠিকানা, বাজেট, অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য বিলবোর্ড ও নাগরিক সনদের মাধ্যমে উন্মুক্ত করতে হবে। ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য নির্দিষ্ট সময় পরপর হালনাগাদ করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh